বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

ই-১২/এ, আগারগাঁও, ডাক বাক্স নং-২৪০, ঢাকা-১২০৭

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫

১. পটভূমিঃ

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং দেশের অন্যান্য নিউক্লীয় ও বিকিরণ স্থাপনাসমূহ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ' (বাপশনি) আইন-২০১২ প্রণয়ন করে। উক্ত আইন মোতাবেক ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ইং তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাপশনি আইন-২০১২ ও পানিবিনি বিধিমালা-১৯৯৭ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের রেগুলেটরী কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিউক্লিয়ার সেফটি এন্ড সিকিউরিটি বিভাগ, বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, পশিক্ষণ ও নিবন্ধিকরণ বিভাগ এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ নামে চারটি বিভাগ গঠন করা হয়।

২। ভিশন :

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ দেশে বিরাজমান অন্যান্য পারমাণবিক ও বিকিরণ স্থাপনার অনাকাঙ্খিত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের হাত থেকে জনগন ও পরিবেশকে রক্ষাকরণ।

৩। মিশন :

- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন;
- উপরোক্ত আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;
- যুগ উপযোগী বিধি, প্রবিধান, কোড, গাইড, ম্যানুয়েল ইত্যাদি প্রণয়ন।

৪। প্রধান প্রধান কার্যক্রম :

- ❖ তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ বিকিরণ সৃষ্টিক্ষম যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে রেগুলেটরী পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা;
- ❖ বিকিরণের ক্ষতিকর দিক এবং সুরক্ষার উপায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- ❖ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং বিকিরণ সৃষ্টিক্ষম যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী কর্মকর্তাগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও নিবন্ধীকরণ কর্মসূচী গ্রহণ;
- ❖ রেগুলেটরী কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।
- ❖ রূপপুর বিদ্যুৎ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নসহ কমিশনের সাভারস্থ 3 MW TRIGA MARK-II গবেষণা চুল্লীর নিরাপত্তা বিধান, লাইসেন্স প্রদান,বর্জের পরিবহন, সংরক্ষণ, ডিসপোজাল এবং চালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকরণ;
- ❖ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং

৫। সাংগঠনিক কাঠামো : বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ৩৬০ (তিন শত ষাট) জন জনবল সম্পর্কিত একটি খসড়া সাংগঠনিক কাঠামো (Annex-I) প্রস্তুত করে সদয় অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের ৪৩ (তেতাল্লিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৬। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখ যোগ্য কার্যাবলী :

৭। পারমাণবিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Site Licence-এর জন্য Regulatory Requirement অনুসারে EIA Report মূল্যায়নের লক্ষ্যে খসড়া Standard Review Procedure Document তৈরীর কার্যক্রম চলছে।

- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৮-২০ নভেম্বর ২০১৪ "An Introduction to Safety Assessment for Nuclear Power Programmes" শীর্ষক একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাপশনিক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়, বুয়েট এর শিক্ষিক/বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

- BAERA-এর Website-এ তথ্য সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে তথ্য সরবরাহ এর কাজ চলছে।

- বাংলাদেশ সরকার এবং রাশিয়া সরকারের সাথে Bilateral agreement-এর আলোকে গত ১২-১৬ জানুয়ারী ২০১৫ ইং তারিখে রাশিয়ান ফেডারেশনের ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে BAEC, NPED, BAERA এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে Joint Working Group on (i) Nuclear Intrastructure (ii) Nuclear Education & Personnel Training and (iii) Nuclear Stake Holders Involvement তিনটি বিষয়ের উপর যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- আগামী ১০-১৩ February ২০১৫ BAERA, BAEC এবং IAEA-এর যৌথ উদ্যোগে Nuclear Safety and Security theme এর উপর একটি জাতীয় কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্যে একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- ১৬-১৯ মার্চ ২০১৫ IAEA Review and Coordination Mission-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় IAEA Mission দেশের পারমাণবিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষে IAEA-এর সহযোগিতায় প্রণীত Integrated Workshop পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ করা হয়।

- গত ৩০ মার্চ – ০১ এপ্রিল ২০১৫ ইং তারিখে Rusian Regulatory Authority (ROSTECHNADZOR) এর উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল-এর সাথে Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority & BAEC -এর যৌথ উদ্যোগে একটি ওয়ার্কশপ -এর আয়োজন করা হয়।

- গত ০৬-০৯ এপ্রিল, ২০১৫ইং তারিখে "Regional Workshop on the Roles, Responsebilities and Coordination of Operations, Regulators and other Stakeholders for Nuclear or Radiological Emergency Preparedness and Response" শীর্ষক একটি Regional Workshop-এর আয়োজন করা হয়। উক্ত Workshop-এ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ৫ (পাঁচ) জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন।

- রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য Regulatory Requirement EIA Report মূল্যায়নের লক্ষ্যে Standard Review Procedure Document তৈরীর কার্যক্রম চলছে।

- BAERA Service regulation বাপশনিক কর্তৃক পূণরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

- EIA Report এ উল্লেখিত কারিগরী তথ্যাদির মান যাচাই এর জন্য Quality Manual সংক্রান্ত Document তৈরীর কার্যক্রম চলছে।

- Regulation on Siting of NPP-2015-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এবং IAEA Review–এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

- KPI সংক্রান্ত নতুন format অনুসারে KPI Annual Performance Agreement –টি তৈরী করা হয়েছে।

- Research Reactor এর operating license renew এর জন্য SAR Review কার্যক্রম চলছে।

- গত ১১-১৪ ই মে "Developing and Improving the Safety & Security Culture for the Nuclear Power Programme" শীর্ষক শিরোনামে বাপশনিক এবং IAEA –এর যৌথ উদ্যোগে একটি জাতীয় কর্মশালা এর আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় IAEA –এর ৪ (চার) জন বিশেষজ্ঞসহ মোট ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন উপস্থিত ছিলেন।

- গত ১৪ই মে "National Stakeholders Meeting for the Establishment and Implementation of Radiation Detection and Response Capability for Bangladesh" শীর্ষক শিরোনামে একটি National Stakeholders Meeting-এ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ-এর ২(দুই) জন বিজ্ঞানী আংশগ্রহণ করেন।

- গত ১৮-২২ মে "Regional Workshop on Regulatory Inspection Program for Research Reactor" শীর্ষক শিরোনামে মালয়েশিয়ার Dengkil-এ একটি Regional Workshop অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত Workshop -এ বাপশনিক-এর ১ (এক) জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন।

৮। বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

- বাপশনি আইন-২০১২ ও পানিবিনি বিধিমালা-১৯৯৭ অনুযায়ী সকল বিকিরণ স্থাপনা (রেডিওথেরাপী, নিউক্লিয়ার মেডিসিন, শিল্প, ডায়াগনস্টিক এক্স-রে, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান) এর লাইসেন্স প্রদান।
- লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে জরিপ/পরিদর্শন/পুনঃ পরিদর্শন।
- বিকিরণ সংশিণ্টষ্ট যন্ত্রপাতি, বিকিরণ উৎস ও বিকিরণ উৎস পরিবহনে ব্যবহৃত কন্টেইনার এর আমদানি/রপ্তানি পারমিট/ NOC প্রদান।
- দেশব্যাপী বিকিরণ উৎসের জাতীয় নিবন্ধন প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ।
- বিকিরণ জনিত দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগণ ও পরিবেশকে রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।
- বিকিরণ স্থাপনাসমূহের বিকিরণ সুরক্ষা সংশিণ্টষ্ট পরিকল্পনা, মান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী ও জরুরী প্রস্তুতি পরিকল্পনা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন।
- দেশের অভ্যন্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবহন লাইসেন্স এবং এতদ্সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান।
- লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত বিকিরণ সংশিণ্টষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা অথবা লাইসেন্সধারী কোন প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সে উল্লেখিত কোন শর্ত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আইন ও বিধি বলবৎকরণ।
- বিকিরণ উৎস বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার, পরিচালনা, রক্ষনাবেক্ষণ বা গুদামজাতকরণের সহিত সম্পর্কিত নকশা, চিত্র, পরিবর্তীত গঠন কাঠামো মূল্যায়নের মাধ্যমে অনুমোদন।
- বিকিরণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সতর্কতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিকিরণ সুরক্ষা প্রতিরোধ বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ।
- লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইন অনুযায়ী লাইসেন্স গ্রহনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

৯। জনসচেতনতা বৃদ্ধিঃ

বিকিরণের ক্ষতিকর দিক এবং সুরক্ষার উপায় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ঃ

- বিকিরণ উৎস ব্যবহারকারীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান।
- বিকিরণ সুরক্ষা বিষয়ে পোস্টার, লিফলেট ও ব্রশিউর বিতরণ।
- বিকিরণ নিরাপত্তা বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া ও ইন্টারনেটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রকাশ।
- দেশের সকল বিকিরণ উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে বিকিরণ সুরক্ষা বিশ্লেষণ করে লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে বিকিরণ উৎসের আমদানি রপ্তানি পারমিট প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আয় করে সরকারের গৃহীত দারিদ্র বিমোচন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিয়মিত অবদান রাখা হয়।

১০। লাইসেন্স, পারমিট ও এনওসি প্রদানঃ

০১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকান্ডের নতুন লাইসেন্স ১৯৭টি, নবায়নকৃত লাইসেন্স ১১১৭টি, আমদানি/ রপ্তানী পারমিট ২৬৬টি, আরসিও (RCO) নতুন সনদ ১৪৬টি, আরসিও (RCO) নবায়ন সনদ ৩৮৯টি প্রদান করা হয়েছে, মোট ৪১টি প্রতিষ্ঠানকে এনওসি প্রদান করা হয় এবং এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকান্ডের ৩৮৫টি পরিদর্শন করা হয়েছে।

১১। প্রশিক্ষণ কোর্স / কর্মশালা আয়োজন

ব্যবহারকারীদের বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ড় মৌলিক নীতিমালা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে জড়িত কর্মী, বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের জন্য ১১টি প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কোর্সে মোট ৪২২ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাদের মূল সনদ দেয়ার লক্ষে মোট ১৬টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এসব পরীক্ষায় ১৫১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১২১ জন উত্তীর্ণ হয়ে মূল সনদ গ্রহণ করেছেন।

১২। আয় সংক্রান্ত তথ্য ঃ

প্রতিবেদনকালে আনুমানিক ৮=৩,৭৮,৮১,২১১.১৯/- (তিন কোটি আটাত্তর লক্ষ একাশি হাজার দুইশত এগারো টাকা উনিশ পয়সা) মাত্র সেবাদান খাত থেকে অর্জিত হয়।